# শিক্ষা কমিশন গঠন করা এখন সবচেয়ে জরুরি

## ■ বাংলা একাডেমির পরিচালক

**জাবি প্রতিনিধি ●**

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বলেছেন, আমাদের সরকার প্রচুর কমিশন করেছে, কিন্তু শিক্ষা সংস্কারের গবেষণা নিয়ে কোনো কথা বলছে না। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রথম এবং এখন সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা কমিশন গঠন করা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মওলানা আকরম খাঁ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে একাডেমিক অধিকার লঙ্ঘন : প্রতিকারে নীতি সুপারিশ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভার আয়োজন করেন 'কাউন্সিল ফর দ্য রাইটস অব একাডেমিয়া' নামে একটি সংগঠন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিশনগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাব দিয়েছে জানিয়ে বাংলা একাডেমির ■ পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৮

# শিক্ষা কমিশন গঠন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আসলে ক্যাপাবিলিটি নেই। জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া উচিত। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশে ৪ শতাংশ আছে। দেশে এতদিন ছিল ২ দশমিক ১ শতাংশ, এখন তা মাত্র ১ দশমিক ৬০ শতাংশ হয়েছে। শুধু নৈতিকতার কারণে একজন ভালো শিক্ষক হবেন– এমনটা সম্ভব নয়। প্রাইমারি স্কুলে মাত্র ১৭ হাজার টাকায় ভালো শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আন্ডারগ্র্যাড ও পিএইচডি কোলাবরেশন সম্ভব উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে আসলে কোনো পিএইচডি নেই। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ফুলটাইম, ফুল ফান্ডেড পিএইচডি চালু করতে হবে। প্রাথমিকভাবে অন্তত দুই-তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সুযোগ চালু করতে হবে। পরবর্তীতে এটা বিস্তৃত হবে।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পরিধি বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের লোকজন ইংরেজি জানে না। ইংরেজি ভাষাভাষি লোকের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম। অথচ ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে ইংরেজি মিডিয়াম ছাড়া পড়ে না। আগামী ৫ বছরে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভব বলে আশা ব্যক্ত করেন মোহাম্মদ আজম। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আলিয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে মেইনস্ট্রিম (মূলধারা) বলতে হবে। এতদিন যুক্তিভিত্তিক, একমুখী শিক্ষা বলে যা প্রচার করা হচ্ছে, তা একটা অপরায়নের ফলাফল।

কাউন্সিল ফর দ্য রাইটস অব একাডেমিয়ার সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক মুশতাক খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, নাগরিক বিকাশ ও কল্যাণের (নাবিক) সভাপতি শিহাব উদ্দিন, এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মীর মোহাম্মদ জসিম প্রমুখ।